সমাজচিত্র

আমরা যা পেরেছি : ‘স্ব-চেতনা’

এটা মার্চ মাস । মাত্র ৮ মাস হল উত্তরপাড়া কোতরং অঞ্চলে আমাদের সংগঠন ‘স্ব-চেতনা ’ তৈরি হয়েছে । এটি দলমতনির্বিশেষে ১০ নং ওয়ার্ডের পুরসমস্যা সমাধানের চেষ্টা মাত্র । এলাকার মানুষেরা জানেন, এর মধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার আপনাদের কাছে গেছি, স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি, আপনাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দাবি জানাতে গেছি উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ।

আমাদের দাবিগুলির মধ্যে সহজে সমাধান সম্ভব এমন কয়েকটি সমস্যার সুরাহা হয়েছে বা হচ্ছে :

১। স্কুলে জল বিদ্যুৎ শৌচাগার

মানিকপীরের রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়স হল ৫৪ বছর । এই অঞ্চলের অনেক কৃতবিদ্য মানুষ এই স্কুলের ছাত্র ; কিন্তু সে বিদ্যালয়ে না ছিল জল, না বিদ্যুৎ, না আছে শৌচাগার । এই স্কুলে আজ পড়ে নিতান্ত নিম্নবিত্ত মানুষের ছেলেমেয়ে বা সাতমাইলের বস্তির ছেলেমেয়েরা । যারা বস্তির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, খবরদারি করেন, তাদের দুঃখে বিগলিত, -- তারা কেউ কিছু করেননি । ‘স্ব-চেতনা’র উদ্যোগে রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জলের ব্যবস্থা হয়েছে গত ১৩ই জানুয়ারি, ২০০৬ । কাজ খুব সহজ ছিলনা । বাধা এসেছে ওয়ার্ড কমিটি থেকে , হেডমাস্টার মাশাই’এর কাছ থেকে । পৌরসভা তাদের প্রাপ্য টাকা ছাড় দিয়েছে কিন্তু বাকি সব কাজ করতে হয়েছে ‘স্ব-চেতনা’কে । এর পরোক্ষ ফলও পাওয়া গেছে । ‘স্ব-চেতনা’ রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জলের ব্যবস্থা করাতে , ওয়ার্ড কমিটি বাধ্য হয়েছে তাড়াতাড়ি ‘শিশুতীর্থ’ বিদ্যালয়ে জলের ব্যবস্থা করতে । এটা ওয়ার্ড কমিটি করেছে চাপে পড়ে, পাছে স্ব-চেতনা আপনাদের নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে আবার জলের ব্যবস্থা করে ফেলে ।

তবু ধন্যবাদ ওয়ার্ড কমিটিকে শিশুতীর্থে জলের ব্যবস্থার জন্য -- অনেক দেরিতে হলেও প্রয়োজনীয় কাজটা তাঁরা করেছেন । কিন্তু আমাদের তো আরও দাবি ছিলো ; যেমন, রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের শৌচাগার -- শারীরিক প্রয়োজনে বাচ্চারা আর কতকাল বাড়ি ছুটবে ? স্কুলে বিদ্যুৎ -- গরমে পড়াশুনোয় মন দেবে কেমন করে
তারা ? এসবের ব্যবস্থা স্ব-চেতনা করেছে । পৌরসভা শৌচাগারের মাপজোখ করে গেছে , বিদ্যুতের প্রাথমিক ব্যবস্থার কাজ আমরা করেছি । চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । কিন্তু দরখাস্ত তো করতে হবে স্কুলকে , হেডমাস্টার মশাই সই করছেন না সে দরখাস্তে ।

২। ‘সাত মাইলে’র জল

সাত মাইল-এর পানীয় জলের দাবি অনেক দিনের । আমরা বিভিন্ন সচেতন মানুষজনের থেকে গণস্বাক্ষর জমা দেবার পর পৌরসভা পরামর্শ দিয়েছিলো সাতমাইল-বাসীদের সই করা একটি দরখাস্ত দিতে । আমরা সই করানো শুরু করার পর কিছু বাধা আসে , সবার সই করানো সম্ভব হয়নি । তবু জলের পাইপ বসানোর জন্য সাতমাইলের রাস্তায় মাপজোখ হয়েছে ; চেয়ারম্যান জানিয়েছেন পাইপও এসে গেছে ; কাজ শুরু হবে এর মধ্যে ।

৩। নিকাশী ব্যবস্থা

১০নং ওয়ার্ডের নিকাশী ব্যবস্থার মূল সমস্যা হলো -- সাত ফোকরের একটি ফোকর দিয়ে জল যায় , সেই জলও বিড়লা ফ্যাক্টরির পাঁচিলের গায়ে জমে যায় । সুতরাং ঐ অংশের নালা পরিষ্কার না করে শুধুমাত্র একটি ফোকর পরিষ্কার করলে সমস্যার সমাধান হবে না । স্ব-চেতনা'র এই দাবিতে চেয়ারম্যান নিজে এসে অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন এবং ফ্যাক্টরির ভেতরের নালা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে । কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে কাজ হচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়নি , সে ব্যাপারে আমরা চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবাদও জানিয়ে এসেছি ।

আমরা জানি ১০নং ওয়ার্ডে পুর পরিষেবার যে ব্যাপক অভাব , তার সামান্যই সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা । লোকাভাবে ভদ্রকালী কলোনী ,ক্যাম্প অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে পৌরসভায় আলোচনা করলেও কোনোভাবে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায়নি । তবু এ-ও আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি , এতটুকু উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি তাঁরা , যাঁদের এ উদ্যোগ অনেক আগে নেওয়ার কথা ছিল । যাই হোক , সামান্য সাফল্যটুকুও সম্ভব হল আপনাদের সহযোগিতায় -- যাঁরা দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন , যাঁরা চুয়ান্ন বছরের পুরনো স্কুলে জলের ব্যবস্থার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন , সরাসরি দাবি জানাবার জন্য পৌরসভায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ।

যোগাযোগ :
জয়ন্ত দত্ত - ২৬৬৪ ০১১০
উদয়ন সেনগুপ্ত - ৯৩৩৯৭৯০৩০১
উত্তরপাড়া , হুগলী